বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ০3:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনানন্দ দাস

জসীম উদদীন

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শান্তিনিকেতন

প্র. কোন মানুষ ঠাকুর পরিবারের পিতৃপুরুষ?

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর + সারদা দেবী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুশারী

বাঁড়ুজ্জে

রবীন্দ্রনাথ + জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর + কাদম্বরী দেবী

ভবতারিণী দেবী

মৃণালিনী দেবী

প্র.

বাংলা কাব্য

সাহিত্যের কাব্য

বিশ্বসাহিত্যের কাব্য

উপরের সম্প্রদায়ের মধ্যে

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত কবি। আদিনিবাস খুলনা। শ্বশুরবাড়ি খুলনার দক্ষিণ ডিহি গ্রামে। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই রয়েছে তাঁর মৌলিক অবদান। তিনি কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্য, আত্মজৈবনিক রচনা, পত্রসাহিত্য। শুধু তাই নয় তাঁর রয়েছে অসংখ্য চিত্রকর্ম। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ ৫৬ টি, উপন্যাস ১৩, ছোটগল্প ১১৯, নাটক ২৯, কাব্যনাট্য ১৯, প্রবন্ধগ্রন্থ ১৯ (?), ভ্রমণকাহিনি ৯, গানের সংখ্যা ২২৩২। এছাড়া আছে প্রায় ২০০০ নিজের আঁকা চিত্রকর্ম।

কাব্যগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন গতিই জীবন। থেকে থাকা মৃত্যুর নামান্তর। এই সত্য তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। তিনি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রকরণে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রতিনিয়ত নতুনত্বের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। কাব্যের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) প্রভাব ছিল।

প্রথম পর্ব:

প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

কবিকাহিনী (১৮৭৮), *বনফুল* (১৮৮০), *ভগ্নহৃদয়* (১৮৮১)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : রচনাকালের দিক থেকে *বনফুল* রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু প্রকাশের দিক থেকে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কবিকাহিনী*। (সূত্র: রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৫০) এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কেবলা হয়ে থাকে যে, এসব কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তবে একথা স্বীকার্য যে, প্রথম দিককার রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের ওপর বরাবরই বিহারীলালের গভীর প্রভাব ছিল। নিজের উপর বিহারীলালের এই প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও কবুল করেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দ্বিতীয় পর্ব (রোমান্টিক পর্ব) :

সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), *প্রভাতসংগীত*, *ছবি ও গান*, *কড়ি ও কোমল*, *মানসী* (১৮৯০)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই পর্বকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতি পর্বও বলা হয়ে থাকে। এজন্য *মানসী* কাব্যগ্রন্থকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতিপর্বের শেষ কাব্য। এছাড়া এই কাব্যটিকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'রবীন্দ্রকাব্যের অনুবিশ্ব'। কারণ এই কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য-কবিতার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় পর্ব :

সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা, চৈতালী (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০)। **চতুর্থ পর্ব :**

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এই পর্বের কবিতায় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪)। **পঞ্চম পর্ব :**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় বিশ্বযুদ্ধের নানা আভাস এই কাব্যের কিছু কবিতায় আভাসিত হয়েছে। এই কাব্যকে 'গতিবাদী দর্শনের কাব্য'ও বলা হয়। এই কাব্যগ্রন্থের নাম *বলাকা* (১৯১৬)।

ষষ্ঠ পর্ব(আবারও রোমান্টিক প্রেম) :

পলাতকা (১৯১৮), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯)।

সপ্তম পর্ব (গদ্য কবিতা পর্ব) :

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

লিপিকা (১৯২২), পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৮৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ***লিপিকা*** কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন, *লিপিকায়* প্রথম তিনি বাংলা গদ্যকবিতা লেখার চেষ্টা করেন।

শেষ পর্ব :

রোগশয্যা (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : *শেষ লেখা* কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ কবিতা। কবিতাটি তিনি মুখেমুখে বলে অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সম্পাদক:

Robindranath নিজেও ছিলেন, আবার, যুক্ত ছিলেন

১। সাধনা — (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভ্রাতুষ্পুত্র))

২। ভারতী — (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোন স্বর্ণকুমারী দেবী)

৩। তত্ত্ববোধিনী — (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪। ভাণ্ডার —

৫। বঙ্গদর্শন —

স্বর্ণকুমারী দেবী → বাংলা ~~সাহিত্যের~~ সাহিত্যে ১ম মহিলা সম্পাদিকা

হীরালাল চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে দিগন্ত বিস্তারী হিরন্ময় সৃষ্টি প্রতিভা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র ও নানা রস রহস্যের কবি। প্রকৃতিকে এত গভীরভাবে অন্তরে ও বাহিরে উপলব্ধি আর কেউ কখনো করেন নি। বাংলা সাহিত্যের যে কয়টি অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের সার্থক পদচারণা রয়েছে তার মধ্যে একটি সফল দিক হল ছোটগল্প। আধুনিক মানব চৈতন্যের সমুদ্র বিস্তৃত বিসঙ্গতি ও বিপর্যয়, অন্তরগূঢ় বেদনা ও উজ্জ্বল আশাবাদ এসব প্রবণতা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিল্প আঙ্গিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ছোটগল্প। যার রূপকার রবীন্দ্রনাথ নিজেই। মূলত রেনেসাঁস উত্তর কালের উদ্ভূত পুঁজিবাদী সমাজের বহুমাত্রিক জটিলতা গল্পের বিষয় বিন্যাসে স্থান পেয়েছে, পেয়েছে চরিত্র সৃষ্টি ও প্রকৃতির নিবিড় মেলবন্ধন।

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল ।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ ।

রবীন্দ্রনাথের লেখা মোট ছোটগল্প ১১৯ টি। সব গল্প একসাথে *গল্পগুচ্ছ* নামে প্রকাশিত ও প্রচলিত। প্রথম গল্প ‘ভিখারিণী’ এবং শেষ গল্প ‘শেষ কথা’। মুসলমান চরিত্রপ্রধান গল্পের নাম ‘মুসলমানীর গল্প’। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের আলোকে বিশেষ বিশেষ গল্পের নাম ও বিশেষত্বের কারণ নিচে উল্লেখ করা হল:

বালক-বালিকা চরিত্র : পোস্টমাস্টার (রতন), ছুটি (ফটিক, মাখন), সুভা (সুভা), বলাই (বলাই), অতিথি (তারাপদ), কাবুলিওয়ালা (খোকা), সমাপ্তি (মৃন্ময়ী), মেঘ ও রৌদ্র (গিরিবালা)।

নারী চরিত্র : শাস্তি (চন্দরা), নষ্টনীড় (চারুলতা), হৈমন্তী (হৈমন্তী), রবিবার (বিভা), ল্যাবরেটরী (সোহিনী), পয়লা নম্বর (অনিলা), স্ত্রীর পত্র (মৃণাল), অপরিচিতা (কল্যাণী)।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অতিপ্রাকৃত গল্প : জীবিত ও মৃত, কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে।

রবীন্দ্রনাথকে নিজেই তার গল্প সম্পর্কে বলেছেন ‘একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যেসব দৃশ্যলোক ও ঘটনা কল্পনা করছি, তারই চারদিকে এই রৌদ্র-বৃষ্টি, নদীরস্রোত এবং নদীতীরে শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়া বেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে।’ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির নিজস্ব নগ্ন সৌন্দর্য ও অনির্বচনীয় মাধুর্য এমন সুক্ষভাবে তুলে ধরেছেন যে তিনি ছোট গল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃতি দেখেন ।

রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের চরিত্রগুলো প্রকৃতিকে আবেষ্টন করে আছে। এখানে প্রকৃতিই প্রধান চরিত্র। ‘মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ টপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।’ প্রকৃতির এই প্রতীকী উপস্থাপনা যেন রতনের হৃদয়ের রক্তক্ষরণের চিত্র। আবার, পোস্টমাস্টার রতনকে ছেড়ে কলকাতায় যাবার পথে বর্ষার নদীতে বিশেষ পরিবর্তনের আলম্বন বিভাবের চক্র লক্ষ্য করে ‘বর্ষা বিস্ফোরিত নদীধরনীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছল ছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অন্তত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুন মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মকথা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রকাশ করিতে লাগিল। -- পালে তখন বাতাস পাইয়াছে বর্ষার স্রোত ও খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করে নদী কুলের শ্মশান দেখা যাইতেছে।’

‘জীবিত ও মৃত’ গল্পে কাদম্বিনী যখন শ্মশানে গিয়ে জীবন লাভ করল তখন ইতোমধ্যেই মানবজগতের সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু প্রকৃতির স্পর্শে সে প্রকৃতির নৈকট্য আত্মীয়তা অনুভব করে যেমনটা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেলেনথথযমালয়ে বুঝি এইরূপ চির নির্জন ও চিরান্ধকার। তাহার পর যখন মুক্ত দ্বারা দিয়া হঠাৎ একটা ঠান্ডা বাদলার বাতাস এবং বর্ষার ভেকের ডাকের শব্দ কানে প্রবেশ করিল তখন এক মুহূর্তে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর সংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, সম্মুখে পুষ্করিনী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়ে। এটা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় গল্পই বর্ষার সুরে বাঁধা। তিনি প্রকৃতির খেয়ালে গল্পের দোলাচল গঠিয়েছেন। গল্পে প্রকৃতিই যেন নায়ক।

প্রকৃতির সন্তান রবীন্দ্রনাথ তার জীবন ও বিচিত্র সাধনায় প্রকৃতিকে এক পৃথক স্থান দিয়েছেন। তার ছোটগল্পে বিষয় নির্বাচনেও তা পরিলক্ষিত। কোনো নিছক কিংবা ঠুনকো কিছু তার গল্পে ছিল না।

‘সুভা’ গল্পে আমরা এমনটাই দেখা যায়। সুভা যেন প্রকৃতির অব্যক্ত ভাষা, প্রকৃতি সুভার মধ্যে মানবী রূপ ধারণ করে মানুষের কাছে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার বর্ণনায় ‘নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর - সব মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গ রাশির ন্যায় চিরনিস্তব্ধ হৃদয় উপকূলের নিকট আসিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবায় ভাষা।'

'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ী প্রকৃতির সহোদরা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও জীবনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে দেখিয়েছেন । যেখানে মৃন্ময়ী উন্মুক্ত প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা হরিণ শাবকের মতোই বেগবান। অপূর্বর প্রেম অসফল, ব্যর্থ। তাই সে প্রকৃতির স্পর্শেই যেন তার পূর্ণতা দিতে চাইছে 'সেই প্রবল প্রেমেরই আগ্রহ কোন এক চাঁদের রাতে রূপকথার মায়ালোকে এনে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে এবং তখন বাস্তবের হতাশা বেদনার কবল থেকে অন্তত সাময়িক মুক্তি অর্জন করে অপূর্ব মৃন্ময়ীতে সেই নিদ্রিতা রাজকন্যাকে আবিষ্কার করেছে একদিন সে তার প্রেমের স্পর্শে নিশ্চয়ই জাগবে।'
রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমের স্পর্শে জেগে ওঠা আরেক গল্প 'একরাত্রি'। যেখানে প্রেম ও প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আগুনে পতঙ্গ পুড়লেও সে যেমন কেবল আগুনেরই খোঁজ করে তেমনি রাবীন্দ্রিক প্রেমের সর্বৈব প্রকৃতির খোঁজ করে। চিরন্তন সৌন্দর্য আস্বাদনই রবীন্দ্রপ্রকৃতির মূল সুর। প্রেমের নির্যাস এখানে প্রগাঢ়। নিঝুম একটি রাত। প্রকৃতির ওলটপালটে সব কিছু দুমড়েমুচড়ে একাকার। নায়ক আর সুরবালাও একাকার। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ভাষা বুঝেন। তিনি প্রকৃতির রূপ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও অদৃশ্য সংকেতগুলো তার গল্পের উপজীব্য বিষয়। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে গিরিবালা ও শশীভূষণের মধ্যে যে আদান-প্রদান, লুকোচুরি খেলা তা যেন মেঘ ও রৌদ্রের ছায়ালোকের মতোই।

নষ্টনীড় গল্পে চারুলতার জীবনের হাহাকার বেদনা আর ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলির একমাত্র সখা রূপে প্রকৃতিই এসে পাশে দাঁড়িয়েছে তখন সন্ধ্যা, বারান্দার টপ হইতে জুঁই ফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই, জানালার কাছে অন্ধকার বসিয়া আছে। মৃদু বাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝরঝর করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝতে পারিতেছে না।

'মধ্যবর্তনী' গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা যেন নিয়তির অমোঘ নির্ণায়ক। হরসুন্দরী যেদিন রোগশয্যা ছেড়ে দুর্বল শরীরে উঠে বসল সেদিন বসন্তকালের দক্ষিণের হাওয়া শুরু হয়। উষ্ণ রাতের চন্দ্রালোকের প্রবেশ হরসুন্দরী আর প্রকৃতির প্রবেশই। শৈলবালার মনের ব্যাথা আর তার সংসার ত্যাগী রিক্ত গোপন বেদনায় অপলক ভাবনাথথ একদিন ঘনঘোর মেঘ আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গলে জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে।'

'ব্যবধান' গল্পে প্রকৃতি বন্ধুর মত নিরবে পাশে দাঁড়িয়েছে। বনমালীর আনন্দ হিমাংশুর সান্নিধ্য । কোনো একদিন তারা খুব কাছাকাছি একই বেঞ্চে ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথে তুলিতে 'দক্ষিণের বাতাস গাছে পাতা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইতো, কোন দিন বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলো ছবির মত স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলো জ্বলিতে থাকিত।'

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল। তার সৃজনশীল আনন্দের রসসিক্ত সরোবর প্রকৃতির অন্তরীক্ষে ভেসে যায়। রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রকৃতির আবহ এমনভাবে প্রস্ফূটিত মনে হয় তিনি প্রকৃতির আজন্ম লালিত সন্তান। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে পাগলা মোহর আলীর চিৎকার 'তফাৎ যাও' আকাশে বাতাসে উচ্চকিত হয়ে পাঠকের হৃদয়ে আলম্বন করেছে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় অদৃশ সম্মোহনী শক্তিকে পরিব্যাপ্ত করে। গল্পের গভীরে প্রকৃতি আর মানুষের অন্তরতম সংযোগ অতিপ্রাকৃত হিসেবে ধরা দেয়।

প্রকৃতি রহস্যময়। রবীন্দ্রনাথ সে রহস্য উদঘাটনে সফল। তার গল্পগুচ্ছের প্রতিমুহুর্তে প্রকৃতির সেই অজ্ঞাত রূপ, শব্দ, গন্ধ অনির্দেশ্য মাধুরী মিশিয়ে তার রহস্য তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির অজানা অংশটুকু জানিয়ে দিয়েছেন। অসম্পূর্ণতাকে সম্পর্ণতা দান করেছেন। প্রকৃতি ও মানবের মাঝে বোধকরি তিনিই প্রঘম সফলভাবে সখ্যতা গড়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যিই এক প্রকৃতিময় বিস্ময়কর নাম।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা আঙ্গিকের নাটক রচনা করেছেন। রূপক-সাংকেতিক থেকে শুরু করে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি সব আঙ্গিকেই তিনি নাটক রচনা করে বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাটকের নাম নিচে দেওয়া হল:

গীতিনাট্য :

বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১ সালে ফেব্রুয়ারি), *কালমৃগয়া* (১৮৮২)।

বাল্মীকি প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য। কিন্তু এটি তাঁর প্রথম নাটক নয়। তাঁর প্রথম নাটক *রুদ্রচণ্ড* (১৮৮১ সালের ২৫ জুন)।

কাব্যনাট্য :

রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), মালিনী (১৮৯৬)।

প্রহসন :

গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬)।

রূপক-সাংকেতিক নাটক :

শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), কালের যাত্রা (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নৃত্যনাট্য :

নটীর পূজা (১৯২৬), শাপমোচন (১৯৩১), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামা (১৯৩৯)।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা ১৯ টির অধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম নিম্নরূপঃ

সমাজ, কালান্তর, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, ভারতবর্ষ, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, পঞ্চভুত, বিচিত্র প্রবন্ধ, শব্দতত্ত্ব, বাংলাভাষা পরিচয়, ছন্দ, শিক্ষা, বিশ্বপরিচয়, সভ্যতার সংকট (১৯৪১)।

আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থঃ

জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০), আত্মপরিচয় (১৯৪৩)।

পত্রসংকলন :

ছিন্নপত্র ও ছিন্ন পত্রাবলী (ইন্দিরা দেবীকে লেখা), ভানুসিংহের পত্রাবলী (রানু অধিকারীকে লেখা), পথে ও পথের প্রান্তে (নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা)।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ভ্রমণ সাহিত্য :

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), য়ুপোপ যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯১, ১৮৯৩), জাপান যাত্রী (১৯১৯), যাত্রী (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি ও জাভা যাত্রীর পত্রঃ ১৯২৯), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), পারস্যে (১৯৩৬), পথের সঞ্চয় (১৯৩৯)।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE